আমার গল্প

অনুশোচনা

সব্যসাচী গোস্বামী

- ‘কি ব্যাপার? এই অসময়ে এ বাড়িতে তোমরা দুজন!’
- ‘রাতটা থাকতে হবে’।
- ‘আজকেই এখানে থাকার কথা মনে হল? জানোনা না কাল কৌস্তবদাকে পুলিশ তুলে নিয়ে গেছে।সঙ্গে অঙ্ক আর শুভজিতকেও নিয়ে গেছে।গোটা ষ্টেশন চত্বর জুড়ে একেবারে হই-চই পড়ে গেছে।কিংশুক আজ রাতটা অন্য কোথাও চলে যাও। প্লিজ।আমার কিন্তু ভীষন টেনশান হচ্ছে।আজ রাতটা এখানে থেকোনা প্লি ই ই জ...’
- ‘চলে যাও বললেই হ’ল বন্ধু।তুমি জানোনা সুবল গোটা ষ্টেশন চত্বরে কতটা পপুলার!তার উপর ওর কাকা আবার শাসক দলের ডাকসাইটে নেতা।অনেক কষ্টে অলিগলি দিয়ে তোমার বাড়িতে ঢুকেছি।বেড়োলেই এখন ঘেড়াও হতে হবে।তুমি কি চাও আমরা গ্রেপ্তার হয়ে যাই?’
- না-না তা চাই না...কিন্তু আমিতো একজন সাধারণ সমর্থক।আমিতো আর তোমাদের মতো সর্বস্ব ত্যাগের জায়গায় নেই।যদি পুলিশ আসে...কৌস্তদা, অঙ্ক শুভজিতরাও তো আমারই মতন ছিল। কি হবে ওদের এখন।তোমরা বরং আজ রাতটা ফিরেই যাও। আমাদের এভাবে বিপদের মুখে ফেলে দিও না।’
- কিচ্ছু করার নেই এতই যখন তোমার ভয় তুমি বরং লালবাজারে খবর দাও।ধরিয়ে দাও আমাদের।আজ রাতে আমরা কোথাও যাচ্ছি না।’

অগত্যা নিমরাজি হয়ে কিংশুক আর সুবলকে রাতে থাকতে দিতে হল জয়কে।কাল রাতে পুলিশ এসে কৌস্তদা, অঙ্ক, শুভজিতকে তুলে নিয়ে গেছে। গ্রেপ্তার হওয়া কোন্ এক মাওবাদী নেতার পকেট ডাইরি থেকে মিলেছে নাকি ওদের ফোন নম্বর! লক-আপে শারীরিক অত্যাচারও নাকি করা হয়েছে ওদের উপর!অধ্যাপক কৌস্তবদাকেও নাকি শারীরিক অত্যাচারের হাত থেকে বাদ দেওয়া হয় নি!এই নিয়ে সংবাদ মাধ্যমগুলোতে ব্যাপক হই-চই হচ্ছে। এলাকার সিপিএম নেতারা তো অবাক!তাদের দূর্গের মধ্যে থাকা এতগুলো ছেলে যে কবে তলায় তলায় মাওবাদীদের সমর্থক হয়ে গেল তারা টেরটিও পায়নি! জোনাল সমর্থক লাল্টুদার ভাইপোও পর্যন্ত ওদের দলে ভিড়ে গেল! বাইরে থেকে কোন্ এক কিংশুক আসত।অনেকেই ওকে চিনতও।এখন শোনা যাচ্ছে ও নাকি এক কট্টর মাওবাদী! পুলেশের খাতায় ‘মোষ্ট ওয়ান্টেড’।

জয় তো ওদের সাথে ওঠাবসা করত।কিংশুক মাঝে মাঝে এসে বাড়িও থাকত। জয় সব জেনে বুঝেই আশ্রয় দিত।ভুল করছি এমনটাও মনে করত না। কিন্তু সেদিন কি বুঝতে পেরেছিল আজকের এই বাস্তবতার মুখোমুখি তাকেও এক দিন হতে হবে! আচম্কা কৌস্তবদা এভাবে গ্রেপ্তার হওয়ায় সমস্ত হিসেব কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

উত্তরবঙ্গ থেকে কেরিয়ার গোছাতে এসেছিল জয়।সঙ্গে বোন সঞ্চারী।বাসা ভাড়া করে থাকে ভাই-বোন।জয় কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে।এবার ফাইনাল ইয়ার।সঞ্চারী রবীন্দ্রভারতী থেকে বি-মিউজ করছে। চমৎকার গানের গলা। জয়ের থেকেও অনেক বেশী প্রত্যয়ী। ঝক্ঝকে স্মার্ট। কিন্তু আজ রাতে সেও কেমন যেন একটু বেশী হতচকিত হয়ে পড়েছে। দুই বন্ধুর জন্য রাতের খাবারের ব্যবস্থা করতেও ভুলে গেছে ওরা। আজ সারা রাত দুই ভাইবোন চোখের পাতা এক করোতে পারেনি। হাইরোডের পাশে বাড়ি। মাঝ রাতে

গারী চলাচলের শব্দে চম্‌কে-চম্‌কে উঠেছে।বারবার মনে হয়েছে এই বুঝি কারা দরজায় ধাক্কা দেবে। একটা অজেনা আশঙ্কা। অথচ কিংশুক আর সুবল কেমন নিশিন্তে ঘুমাচ্ছে। সুবলও কি তাহলে সর্বস্ব ত্যাগ করে জনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল? ভাবতে ভাবতে চোখে সবে তন্দ্রা এসেছে,খুট্ করে একটা শব্দে জেগে উঠল জয়।চোখ খুলে দেখে কিংশুক আর সুবল হাত মুখ ধুয়ে বাইরে যাবার জন্য তৈরী। ভোর হতে এখনও কিছু বাকি। সঙ্গারী তারাতারি এসে বলল, সারারাত কিছু খাননি, বাটার টোষ্ট আর চা করে দিচ্ছি, ঝট্‌পট্। খ্যে যান কিংশুকদা।'

আর সময় নেই ভোরের আলো ফোটার আগেই এলাকা ছাড়তে হবে। জানিনা আর দেখা হবে কিনা।তবে তোমাদের কোন দিনও ভুলতে পারব না। আজ বিদায় দাও কমরেড।' কিংশুক বলল।

'কাল রাতে একটু বেশীই ঘাবরে গেছিলাম।জানিনা, হয়ত অনেক ভুল কথা বলেছি। আমি ভীষন অনুতপ্ত। পারলে ক্ষমা করে দিও।' বলতে বলতে জয়ের গলা ধরে আসছিল। কিংশুকের হাতটা যেন ছাড়তেই চাইছিল না। সঙ্গারীরও চোখ টলমল। বিচ্ছেদ বিষাদ নিয়ে ওরা দু'জন বিদায় নিল।

ঘড়ির কাঁটা জানান দিচ্ছে, ভোর হতে আর বেশী দেরী নেই. . .